নাকার-সাকার-ধর্মান্ধ
রায়হান সাহেবের সৌজন্যে
মো: জামিলুল বাসার

জীবন, জন্ম ও মৃত্যু আদিকাল থেকেই রহস্যাবৃত। আজকের আলোচনার পরেও তা রহস্যাবৃতই থেকে যাবে। তার প্রধান কারণ স্রষ্টা-সৃষ্টির সূত্র বৃত্তাকার, চরকার মত; তাই শুর"ও নেই,শেষও নেই। দ্বিতীয় কারণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, সূক্ষ্ম ও জ্যোতি দেহ সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকলে জীবন-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন এবং বোধগম্য অসম্ভব। [দ্র: ধর্ম দর্শন] কোরানে সৃষ্টি রহস্যের সূত্র ধরিয়ে দেয়ার জন্য বহুবার এবং বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন:
জীব তথা মানুষ সৃষ্টি করেছেন: ক) মাটি দিয়ে; খ) আঠালো মাটি দিয়ে; গ) ঠন্ ঠনে মাটি দিয়ে; ঘ) ঝংকার যুক্ত কাদা মাটি দিয়ে; ঙ) মথিত মাটির সার অংশ দিয়ে; চ) পানি দিয়ে; ছ) সংমিশ্রিত তরল পদার্থ দিয়ে; জ) তরল পদার্থের নির্যাস দিয়ে; ঝ) রক্ত দিয়ে; ঞ) শুক্র দিয়ে; ট) এক কোষ থেকে ইত্যাদি।

মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন' তার অর্থ এই নয় যে, কুমারের মত মাটি মথিত করে, পুতুল তৈরি করে রোদে বা আগুনে পুঁড়ে অতঃপর ফুঁক দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছে,শরিয়ত যা বিস্বাস করে থাকে। মূলত ওটি সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনের প্রাথমিক সূত্র মাত্র; এই সূত্র ধরে বিজ্ঞানীগণ [ওলী-আউলীয়া] যাতে মূল সৃষ্টি তত্ত্বে পৌঁছতে পারে।

'মাটি দিয়ে সৃষ্টি', অতএব প্রশ্ন জাগে যে, মাটি কিসের সৃষ্টি! সাধারণ উত্তর: পানির সৃষ্টি; পানি কিসের সৃষ্টি! বাতাসের সৃষ্টি [হাইড্রোজেন+অকসিজেন;] বাতাসের রয়েছে অসংখ্য উপাদান। সেগুলি বিভাজন করতে করতে বৈজ্ঞানীকগণ [আউলীয়া] এ্যাটম, নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেক্ট্রনে পৌছে ভাবলেন যে, বিভাজনের এটাই শেষ কোষ বা একক। কিন্তু পরে দেখলেন যে, না তারও বিভাজন আছে; শুধু তাইই নয়, এই বিভাজনের আর শেষ নেই। যতই বিভাজন করতে সক্ষম হ"ছেন ততই শক্তি, মহা শক্তির আবিষ্কার হ"ছে, অদৃশ্য দৃশ্যতর হ"ছে। স্মরণীয় যে, এটা বস্তু সৃষ্টির সূত্র রহস্য মাত্র।

যে কোন জীবদেহ বা বস্তুর বিভাজন করতে করতে যেমন নিউট্রন প্রোটন ইলেক্ট্রনে পৌঁছা যায়, ঠিক তেমনি ঐ এ্যাটম ইত্যাদি যোগ করতে করতে আনুসঙ্গিকক্রমে যে কোন বস্তু বা জীবদেহ তৈরি করা বা হওয়া যুক্তিসঙ্গত। অতএব এক্ষণে আপাতত বলা যায় যে, মানুষ এবং যাবতীয় জীবদেহ বা বস্তু এবং গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি এ্যাটম, নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আর অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃতির বা আল্লাহর শ্রেষ্টতম প্রিয় বান্দা বিজ্ঞানীগণ যখন আমিত্ব, আকর্ষণ, ই"ছা ও জ্ঞানের একক আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন তখনই জীবন-মৃত্যু, স্রষ্টা-সৃষ্টির রহস্য জটলা বহুলাংশে খুলে যাবে সত্য কিন্তু ততোধিক নতুন জটাজালে আবদ্ধ হবে। এ সময় লোহা-লক্কর, যন্ত্রপাতি, ক্যমিক্যালের ব্যবহার হ্রাস পেয়ে বিজ্ঞানীগণ আকাশ-পাতালের অধিকাংশ দূর্ভেদ্য ও অকল্পনীয় আবিষ্কারে স্বয়ং নিজের দেহ এবং কথাই হবে স্বয়ংক্রিয় এবং সর্বস্ব। পক্ষান্তরে আল্লাউপলদ্ধি, আল্লাহঙ্কার আজকের মতই নিখুঁত ও অম্লান থাকবে।

ছোট বেলার ভূগোলে পাওয়া যেত যে, বিজ্ঞানীদের মতে বস্তু হিসাবে পৃথিবীতে একটি মানুষ চাদের তুলনায় একটি পিপঁড়ার ১শত ৬০ ভাগের এক ভাগ; অতএব পৃথিবীর তুলনায় ৮শত ভাগের এক ভাগ; সূর্যের তুলনায় সম্ভবত ৭২ কোটি ভাগের এক ভাগ। যা দেখতে মাইক্রোস্কোপেও সম্ভব কিনা সন্দেহ বটে! অতএব গ্যালাক্সি, ;মহা গ্যালাক্সির তুলনায় মানুষ তো দুরের কথা পৃথিবীর এমনকি সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা খুব একটা সহজ নয়। অর্থাৎ ব্যাক্তির অস্থিত্ব বলতে কিছুই নেই, আমরা অদৃশ্য, আমরা কিছুই না। আমরা মহাবিশ্বে নিউট্রন প্রোটন ইত্যাদির চেয়েও অণু, পর-পর-পর-মাণু--। তবুও আমরা দেখা, শুনা, ছোয়া, অনুভব ইত্যাদি করতে পারি। তার একমাত্র কারণ 'জীবন' এবং জীবনদেহের সীমাবদ্ধতা, আপেক্ষিকতা।

মানব সৃষ্টির সূচনা কোরানে উল্লেখিত আদম থেকেই যে নয় তা কোরানই সাক্ষ্য দেয়! মূলত কোরানে আদম সৃষ্টির ইতিহাস রূপক ও ব্যাপক:

"অইজ ক্বা-লা--ফিল আর্দ্বে--তা' লামুন"। [বাকারা-৩০] অর্থ: স্মরণ কর: যখন রব ফেরেস্তাদেরকে বললেন, "আমি বস্তুর [আর্দ্ব অর্থ: বস্তু বা দৃশ্য; পৃথিবী নয়; 'দুনিয়া'র এক অর্থ পৃথিবী] উপর প্রতিনিধি নিয়োগ করবো।" তারা বললো, "আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করবেন! যারা অশান্তি ও রক্তপাত করবে? আমরাইতো আপনার স্তুতিবাদ ও পবিত্রতা গান গাই।" তিনি বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

প্রকাশ থাকে যে, আল্লার শক্তি ও জ্ঞানের বাইরে মানুষ, জ্বীন, ফেরেস্তা কারো এমনকি কল্পনা করারও ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ মানুষ চোখ বন্ধ করে যদি কল্পনা করে যে, একটি মানুষের ১০টি মাথা; একটি মানুষ হাত বাড়িয়ে চন্দ্র বা সূর্যকে

স্পর্শ করছে; টিভিতে নিয়মিত প্রদর্শিত কার্টুন ছবি, 'ভয়েজার' এর দৃশ্য ও ঘটনাবলি কল্পনাপ্রসূত; এই যাবতীয় কল্পনা সৃষ্টিগুলি আল্লাহর বা প্রকৃতির মধ্যে আছে বলেই মানুষ তা কল্পনা করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে। অর্থাৎ আল্লার সৃষ্টির মধ্যে যা নেই তা মানুষ-জ্বীন, ফেরেস্তা কল্পনায়ও সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব, ফেরেস্তাগণ যখন বললো যে, 'এমন প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অশান্তি ও খুনাখুনি করবে।' এর অর্থই এমন এক জাতি সম্বন্ধে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে [জিন, জান্,খাড়া মানুষ বা অন্য কোন জীবই হোক] যারা আমাদের মতই রক্ত মাংসের দেহধারী জীব ছিল এবং তারা আজকের মত দুনিয়ায় অশান্তি, খুনাখুনি করতো!

মূলত উল্লেখিত আদম সৃষ্টি রহস্য প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'আমাকে' সৃষ্টি করে অতঃপর 'আমার দেহ' সৃষ্টি করা হয়। আমার হাত, আমার মাথা, আমার দেহ, আমার পৃথিবী, আমার সূর্য, আমার লাশ, আমার কবর, সবকিছুই আমার কিন্তু 'আমি' কই! 'আমি' কে এবং কি! 'আমি' অদৃশ্য অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কথায় 'জীবন'; 'আমার' দৃশ্য অর্থাৎ দেহ। 'আমি'কে সৃষ্টি করার পরে আমার দেহ সৃষ্টি করে; অতঃপর 'আমাকে' [আমি+আমার] পিরোজপুরে নিক্ষেপ করা হয় [জন্ম হয়] এবং আমার স্ত্রীকে নিক্ষেপ করা হয় অন্যত্র। ধীরে ধীরে যতই বড় হতে লাগলাম ততই স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা, খোজ তীব্রতর হতে লাগলো; দীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসর অব্যক্ত কান্নাকাটির পরে নারায়ণগঞ্জ, শম্ভুপুরায় স্ত্রীর সন্ধান পেলাম, মিলন হলো। উল্লেখিত আদমের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের জন্মের এরকম হুবহু মিল আছে। কোরানও তাই ঘোষণা করে:

অ লাক্বাদ খালাকনা-কুম---মিনা"ছা-জ্বিদীন। [আরাফ-১১] অর্থ: আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি অতঃপর তোমাদের দেহ সৃষ্টি করি; অতঃপর ফেরেস্তাগণকে মানুষের অনুগত থাকতে বলি। তবে ইবলিসগণ ব্যতীত অন্য সকলেই অনুগত থাকে; যে অনুগত থাকে সে ইবলিসের দলভুক্ত নয়। [ইবলিসের পরিচয় সহজ বোধ্য হলো।]

আদম জন্মের আর একটি সূত্র কোরানে আরো সহজ করে বলেছে:

ইন্না মাছালা----মিন তুরাব"। [ইমরান-৫৯] অর্থ: নিশ্চয়ই ঈসার জন্ম দৃষ্টান্ত আদমের মতই; তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব ঈসার জন্ম সরাসরি মাটি থেকে যে নয় এবং কিভাবে! তা কোরান বলছে:

"অজ কুর ফিল কিতা-বি---মাকা-নান ক্বাছিয়া"। [মরিয়ম: ১৬-২২] **অর্থ:** শ্রবণ কর! এই কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নির্জনে পূর্ব দিকের কোঠায় আশ্রয় নিল; অতঃপর লোকজন থেকে নিজকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল। অতঃপর আমি তার নিকট ফেরেস্তা পাঠালাম, **সে তার নিকট পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত পুরুষ রূপেই হাজির হলো।** মরিয়ম বললো, 'তুমি যদি আল্লাকে ভয় কর তবে আমি তোমার অশ্লীল উদ্দেশ্য থেকে রক্ষার জন্য আল্লার সাহায্য চাই। সে বললো, 'আমি তো আল্লার প্রেরিত, তোমাকে একটি পুত্র দেয়ার জন্য এসেছি। মরিয়ম বললো, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নি এবং আমি চরিত্রহীনাও নই'? সে বললো, **'এভাবেই হবে।'** আল্লাহ বলেছেন, **'ইহা আমার জন্য বৈধ [সহজ]** এবং আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করব যেন সে মানুষের জন্য আমার অনুগ্রহের এক নিদর্শন হয়; ইহা **পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়; তখন সে উহা তার গর্ভে নিল।** অতঃপর সে গর্ভাবস্থায় লোক লজ্জায় দূরে আত্মগোপন করলো---।

উল্লেখিত আয়াতের ভিন্ন রংএর বাক্যসহ পূর্ণ আয়াতটি গবেষণা করলে যে চিত্র স্বাভাবিকভাবে উদয় হয় তার অর্থই 'এইভাবে,' অর্থাৎ চিরাচরিত প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই। সহজবোধ্যের জন্য আয়াতে পরিষ্কার করে বলেই দেয়া হয়েছে যে, **ফেরেস্তাটি শুধু পুরুষই নয় বরং পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত বা যুবক ছিল।** 'ফেরেস্তা' 'রূহ' 'মালাকুত', পার্শী ও আরবি শব্দের বঙ্গানুবাদ আজও আবিষ্কৃত হয়নি! ফেরেস্তার চরিত্র ও স্বরূপই বা কি! ইত্যাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হলে সঠিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন সহজ হবে। তাদের কামভাব আছে, তা যখন প্রমাণিত তখন মানুষের অধিকাংশ স্বভাব থাকাই যুক্তিসঙ্গত বটে! আর একথাও স্মরণীয় যে, ফেরেস্তার চেয়েও মানুষ শ্রেষ্ঠ। ফেরেস্তাগণ মানুষের গোলাম। [দ্র: আরাফ-১১] পক্ষান্তরে মরিয়মের ঐ ঘটনায় তৎকালীন মৌলবাদীগণ ফেরেস্তাদের গুরু মানুষ, শুধু মানুষই নন! আল্লার নবী হযরত জ্যাকারীয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে; তিনি প্রাণ ভয়ে গাছের দেহে সুড়ঙ্গ কেটে তাতে আত্মগোপন করেন; কিন্তু তারা এর খোজ পেয়ে করাত দিয়ে গাছটি দুই টুকরা করে জাকারীয়ার দেহ দ্বিখন্ডিত করে ফেলে! পান্থার নামক কোন এক ব্যক্তিকেও তারা সন্দেহ করতো। পক্ষান্তরে, মানুষের গোলাম 'ফেরেস্তার' কথা উল্লেখ করায় কারো কোন ঘৃণা বা আপত্তির উদ্রেক হয় নি! ঈসার জন্ম তথ্যের মধ্যেই আদমের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ধারের ইঙ্গিত দিয়েছে উল্লেখিত ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে। মূলত আদম সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, ধারণাই মাত্র; যার পক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক যুক্তি ও সাক্ষী প্রমাণ জোগাড় করা কঠিন। বলাবাহুল্য, আজকের বিবর্তন 'টেস্ট টিউব' ও 'ক্লোনিং' শরিয়তের মৌলবাদী বিশ্বাসের গলা কেটে ফেলেছে!

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোরানে অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে বর্ণিত সূত্রের মূল বিষয়বস্তু 'পর্যায়ক্রমবাদ।' এই পর্যায়ক্রমবাদ'কে প্রচলিত মৌলবাদতত্ত্বে মায়ের পেটের পর্যায়ক্রমবাদ বলে সীমাবদ্ধ করেছে। এর বাইরে ভাবতে তারা

নারাজ, তার কারণ: 'আল্লাহ কুমারের মত আজরাঈল কর্তৃক মাটি সংগ্রহ করে, মথিত করে, পুতুল তৈরি করে আদম সৃষ্টি' হাদিসগুলি মিথ্যা এবং বোখারীদের উপর থেকে ঈমান হারাবার ভয়ে!

মায়ের পেটে মাত্র ৮/১০ মাসের 'পর্যায়ক্রম' আদিকাল থেকে বিশ্বের একটি মানুষও অস্বীকার করে নি বা সন্দেহও করে নি; উপরন্তু এই সাময়িক পর্যায়ক্রমটি বিভিন্ন আয়াতে পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ বিধৃত আছে। মূলত পর্যায়ক্রম বা বিবর্তন শব্দটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক,আদি-অনাদি। তাদের ভাবা উচিৎ যে, ঐ রক্ত, বীর্য ইত্যাদিরও জটিল ও বহুমূখী পর্যায়ক্রম আছে! 'পর্যায়ক্রম' এর সহজ-সরল ভাষাই 'বিবর্তনবাদ'। বিবর্তনবাদ যে কোনভাবেই গবেষণা করলে মহাবিজ্ঞানী [অলী] হযরত ডারউইনের 'ইভলিউশন থিওরী' সম্পূর্ণ কোরান ভিত্তিক। কোরান ঘোষনা করে:

তিনিই মৃত থেকে জীবন্তকে নির্গত করেন ; জীবন্ত থেকে মৃতকে নির্গত করেন।এইই আল্লাহ। সুতরাং তোমরা পালাবে কোথায়! । [দ্র: ইমরান-২৭; আনআম-৯৫; বাকারা-২৮;বিস্তারিত দেখুন 'ধর্ম দর্শন' অধ্যায়]

সরাসরি 'বানরের পেটে মানুষের জন্ম হয়েছে' একথা তিনি কখনও বলেন নি। তা মৌলবাদীদের অজ্ঞতা, হিংসাজণিত অপ-প্রচার মাত্র। মূলত হযরত ডারউইন উল্লেখিত কোরানের আয়াতেরই সঠিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। হয়তো বা তিনি জীবণে কখনও কোরান ছুয়েও দেখেন নি। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ যেখান থেকে কোরান এনেছেন ঠিক সেখান থেকেই হযরত ডারউইন 'বিবর্তনের সুত্র ও ব্যাখ্যা এনেছেন বলেই কোরানের সমর্থন বা মিল পাওয়া যায়। তিনি কোরান থেকেই তার গবেষণা শুর" করেছেন কিনা তা কারো জানা নেই; তবে বেদ-কোরান বা গসপেল [হাদিস, উপনিষদ বা বাইবেল নয়] থেকে শুর" করলে দীর্ঘ সময় অপচয় না করে হয়তো তিনি প্রজন্মকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে দিতে পারতেন।

জীবের দৈহিক বিবর্তন, পরিবর্তন কিভাবে হয়! এক জাত থেকে অন্য জাতে যেতে কতো হাজার বা কোটি বছর লাগে তা মানুষের ইতিহাস বা স্মৃতির নাগালের বাইরে বলেই তা বিশ্বাস করা বা বোধগম্য হওয়া খুব কঠিন। ইহা দুধ থেকে ঘি বা মাটি থেকে কলসি, সোনা, পাথর হওয়ার মত সময় নয় বা আদমের জন্মকাল থেকেও নয়। কোরানে উল্লেখ যে:

হাল আতা----শাইয়াম্মাজকুরান। [দাহর-১] অর্থ: কালের বিবর্তন চক্রে মানুষের এমন একটি অবস্থানকাল ছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য জীব [কিছু] ছিল না। আরো উল্লেখ্য যে, 'সমস্ত সৃষ্টি চলমান, 'অর্থাৎ [অগ্র] গতিশীল' এটিই বিবর্তনবাদ; মনুষ্য দেহ ধারণ এর শেষ ধাপ। এই ধাপে আসতে ৭ হাজার বৎসর পূর্বে নবীগণ পবিত্র বেদ,গীতায় বলছে, '৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে মনুষ্য জন্ম লাভ করে।' এক এক যোনী ভ্রমনে কত লক্ষ বা কোটি বৎসর লাগে তা দু-একটি গ্রহে বাসোপয্যোগী করতে পারলেই বিজ্ঞানিদের কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হবে। জীবন ও দেহ অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টি জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তন চক্রে সীমাবদ্ধ। জ্ঞানের বিবর্তন স্বীকার করলে, বস্তুর বিবর্তন অনিবার্য্য এবং আরো সহজ বটে!

দেহ বা বস্তুর প্রধান উপাদান: আতস, বাত, আব ও খাক; অর্থাৎ আগুন, বাতাস, পানি ও মাটি। বেদ-গীতাও তাই বলে: ক্ষীতি, অব, মর"ৎ, ব্যোম। শুধু মানুষই নয় সমস্ত জীব-জন্তু, গাছপালা, হীরা-জহরত, সোনা, মণি মাণিক্য, গ্যাস, বিষ, ইউরেনিয়াম গ্রহ-নক্ষত্র, আলো-বাতাস ইত্যাদির প্রধান উপাদান এই চারটি।

'আমি' বলতে জীবন, 'আমার' বলতে দেহ বা বস্তু। 'আমি' অদৃশ্য, 'আমি'র কারণেই 'আমার' দৃশ্যতর। দেহ বা বস্তুর সৃষ্টিসূত্র যেখানে শেষ; 'জীবনের জন্ম সূত্র সেখান থেকেই শুর" বলা যায়; আবার চক্রাকারে জীবন থেকেই বস্তুর জন্ম।এই চক্র পথে অতি ঠুনকো সময়ের জন্য স্ব স্ব অস্তিত্ব ও অবস্থানে থেকে মহা চক্রের তথ্য বা তত্ত্বের নাগাল পাওয়া মানুষের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়; দেহের শ্বেত বা কৃষ্ন কনিকা বা বীর্য কনিকা অথবা একটি কৃমি পোকার অস্তিত্ব, অবস্থান ও কালের আপেক্ষিকতায় মানুষটি যেমন দুর্ভেদ্য। আর যে চক্রের আগাও নেই, গোড়াও নেই। টাকা গোল, পয়সা গোল, পৃথিবী গোল,মাথা গোল, গোল আলুও গোল; আর সবচেয়ে গোল হলো মনের গন্ডোগোল;সৃষ্টির সবকিছুই গোল আর মানুষটিও গোল। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, চাঁদের তুলনায় মানুষ পিপড়ার ১৬০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ একটি অণু; পৃথিবীর তুলনায় একটি পরমাণু; সূর্যের তুলনায় পর-পরমাণু;গ্যালাক্সির তুলনায় পর-পর-পরমাণু; মহা গ্যালাক্সির তুলনায়?? নেই, কিছুই না,পৃথিবীরও অস্তিত্ব নেই। সুতরাং 'পৃথিবী গোল কি বিছানার মত' ইত্যাদি অনুবাদ নিয়ে যারা ঐশী গ্রন্থকে অবমুল্যায়ন করেন তারা বাল্যশিক্ষার পাঠ ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে মহা জ্ঞানী মনে করেন, মোল্লাগণও তাই করেন, অবস্থান ভিন্ন মাত্র। জীব তার দেহে বন্দী থেকে তাকায় এবং উপলব্দি করে বলেই ছোট-বড়, সাদা-কালো বা লম্বা-খাটো দেখে, ঝাল-মিষ্টি এবং জেতা-মরা অনুভব করে । দেহ থেকে বের হয়ে তাকালে দেখবে 'আমি' সয়ম্ভু; 'আনাল হক বা সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' সুত্রটি মৌখিক বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে চোখের পলকেরও কম সময় লাগে কিন্তু পরীক্ষীত বিশ্বাস ভাষায় প্রকাশ সম্ভব হয় না বলেই সাধক-দার্শনিকগণ বলেন:

‘কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে;
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।’

সুতরাং জ্বালা-যন্ণা, সুখ-শান্তি ইত্যাদি মনের ভাব বা উপলব্দি প্রকাশে ভাষার ভুমিকা আজও খুবই দুর্বল। কোরানের ভাষা-বাক্য কোরান নয়; বরং উহার মর্ম উপলব্দিই কোরান যা ব্যকরণ অভিধানের অনেক অনেক উর্দ্ধে। এই বেদ-কোরান হিন্দু, মোসলেম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদি কাফের সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্বমান এবং সেখানে পৌছতে পারলেই আর মতভেদ থাকে না বলেই ব্রম্মা- ইব্রাহিম, কৃষ্ন-মুছা, বুদ্ধ-জুলকেপলে,হরি-হার"ণ, নানক, মোহাম্মদ, সক্রেটিস সকলের বানীই ভাষা-বর্ণে পার্থক্য থাকলেও মর্মার্থ, উপলব্দিতে একক ও অভিন্ন; আর অস্ত্র সজ্জিত গেলেলিও, আইনস্টাইন, ছালাম,কালাম বেশি-কম সকলেই মহাপুর"ষ, মহামানব। কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে দ'নম্বরী উপগ্রন্থ-উপনিষদ রচনা করে ভোগ-বিলাসীগণ উপলব্দি বিহীণ মাত্র ভাষা-বাক্য নিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে পৃথিবী নামক একক পরিবারে আদিকাল থেকে অবক্ষয়,অশান্তি লালন করছে।

জীবনের প্রধান উপাদান: আমিত্ব, মহব্বত, এরেদা ও এলেম; অর্থাৎ সত্ত্বানুভূতি, আকর্ষণ, ই"ছা ও জ্ঞান। এগুলির মূলত ‘আল্লাহ’ শব্দের মতই পরিবর্তন, বিবর্তন, বচন বা লিঙ্গান্তর হয়না;যা কট্টর নাস্তিকগণও অস্কিকার করেন না বা উহাদের সৃষ্টি সম্বন্ধেও বিতর্ক করেন না। উহাদের জন্ম চক্র নিজেদের মধ্যেই ৩টি একক ঘর্ষন চক্রে ঘুরে ফিরে বিবর্তিত হয়ে ৪ র্থটির জন্ম দেয়, যার মধ্যে সাধক আরজ আলী মাতুব্বরের মুল প্রশ্নের সমাধান আছে, যেমন:

আমিত্ব = আকর্ষণ, ই"ছা ও জ্ঞান;
আকর্ষণ = আমিত্ব, ই"ছা ও জ্ঞান;
ই"ছা = আমিত্ব, আকর্ষণ ও জ্ঞান;
জ্ঞান = আমিত্ব, আকর্ষণ ও ই"ছা।

ঐ চারটি উপাদানের একক সর্বনামটি আবার তিনভাগে বিভক্ত: আমি, তুমি ও সে=আল্লাহ।

আমি= আমিত্ব,; অস্তিত্ব, স্বত্ত্বানুভূতি; অর্থাৎ আমি যে আছি এই উপলব্ধি।
তুমি= প্রেম, আকর্শন,শক্তি; যা চিনলাম, বুঝলাম, জানলাম, পেলাম; অর্থাৎ অভিজ্ঞতা; অর্থাৎ আমি ব্যতীত অন্য অস্তিত্বের সাক্ষ্য।
সে= জ্ঞান; অজানা, অদৃশ্য,স্বয়ম্ভু।

‘সে’ থেকেই ‘তুমি’, ‘তুমি’ থেকে ‘আমি’র সৃষ্টি; অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে দৃশ্য [বস্তু], দৃশ্য থেকে আমিত্ব বা স্বত্ত্বানুভূতি জাগে। আর ঐ তিনের একক সর্বনামই আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর বা গড।

আলিফ-লাম-মিম: ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘সে’র অবস্থান-কাল, তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই সব মিলে মহাপ্রকৃতিই একাকার আল্লাহ, আল্লাময়। জা-লিকাল কেতাবু লা-রাইবা ফীহ: ঐ কাল প্রকৃতিই [অর্থাৎ আলিফ,লাম, মিম] সন্দেহাতীত সূত্র [কেতাব]; হুদাল্লীল মুত্তাক্বীন: এই-ই বিজ্ঞানি,সাধকদের [মোত্তাক্বীন] একমাত্র পথ। “হু-আল্লা-হু-আহাদ” অর্থ: হু=‘সে’ বা আল্লা=যা জানা নেই, সুতরাং ‘তা’ই অনন্ত জিজ্ঞাস্য, ‘তা’ই অনাদি আরোদ্ধ বা উপাস্য; হু= ‘সে’ বা ইহাই; আহাদ= একাকার [‘এক’ বা ‘একক’এর আকার আকৃতি বা সীমাবদ্ধতা বা পরিচয় আছে, ‘০’ শুন্যেরও তাই কিন্তু ‘একাকার’ বা ‘ময়’এর কোন রূপ-রেখা বা সীমাবদ্ধতা নেই]। অর্থাৎ ‘সে,’ অদৃশ্য বা ‘অজানা’ই জানার জন্য নমস্য, উপাস্য যা সর্বময়, একাকার। ‘আল্লাহ’ ধরা, ছোঁয়া, দেখা বা পাওয়ার কিছু নয়; কারণ ‘সে’[অনুপস্থিত] বা ‘অজানা’ যেকোন সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত; মুক্ত আমিত্ব, প্রেম, ই"ছা ও জ্ঞান, অসীম ও কল্পনাতীত।

সৃষ্টির ধর্ম:
অদৃশ্যের বিবর্তনের লক্ষ্য দৃশ্যতর হওয়া;
দৃশ্য, জড় বা বস্তুর বিবর্তনের লক্ষ্য ‘জীবন;’
জীবের জন্ম-মৃত্যুর লক্ষ্য স্বয়ংক্রিয় জীবন;
স্বয়ংক্রিয় জীবের জন্ম-মৃত্যুর লক্ষ্য মনুষ্যজাতে পদার্পণ;
মনুষ্য জন্মান্তরের লক্ষ্য: জ্যোতি বা নুর দেহে পদার্পণ বা আল্লাহর সঙ্গে মিশে যাওয়া বা আল্লাহময় হয়ে যাওয়া।
আল্লাহর লক্ষ্য পুন: সৃষ্টি বা দৃশ্যতর হওয়া।

এমন কোন বিজ্ঞানি বা জীব নেই যার ‘আমি’ ‘তুমি’ ও ‘সে,’ দৃশ্য-অদৃশ্য বা ভুত-ভবিষ্যতে বিশ্বাস নেই! আলবৎ

আছে বলেই কালাকাল জুড়ে ছালাত বা গবেষণায় লিপ্ত থেকে 'অজানা' বা 'নাই' থেকেই অনবরত 'জানা' 'আছে' প্রমান করে যা"ছেন। এজন্যই কোরান বলে, জীব মাত্রই ই"ছায়-অনি"ছায় অজানাকে [আল্লাহর] জানার উপাসনা [ছালাত] করে এবং করেই যাবে।

মানুষ কি চায়:

১. স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করতে বা অমর হতে।
২. ভোগ,শান্তি বা অভাব বা সমস্যা মুক্ত হতে।
৩. সবকিছু জানতে।
৪. শক্তি, নেতৃত্ব বা কতৃত্ব করতে।

অর্থাৎ জীব বা মানুষ নিজের জন্য, নিজের দ্বারা, নিজেরই অর্থাৎ স্ব স্ব জীবনের উপাসনা করে। এজন্যই কোরান বলে:
অ আলামু-----অ ক্বালবেহী। [আনফাল-২৪] অর্থ: এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তস্থলে থাকে এবং অন্তরই অবশিষ্ট থাকবে।

আলাম তারা---ইয়াফালুন। [নুর-৩১] অর্থ:তুমি কি দেখনা! যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লার নামাজ ও মহিমা কীর্তণ করে! প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং মহিমা ঘোষনার পদ্ধতি এবং উহারা যা করে সে বিষয় আল্লাহ সম্যক অবগত।

জীবণ বা অন্তরের অন্তর, চোখ মেলে বা যন্তের মাধ্যমে দেখা যায় না, বরং চোখ বন্ধ করে স্ব স্ব অন্তরকে কেব্‌লা করতে হয়। নামাজ-পুজার নিশানা উপলব্দি মাত্র, কোন আকৃতি বা অবয়বে সীমাবদ্ধ করলে উপলব্দি ঐ অবয়বে বাধাপ্রাপ্ত হয়; বড় জোর সাকার বা আকৃতিটির জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতার আষ্ট্রে-পৃষ্টে শৃংখলিত হয়ে জড় অবস্থা ধারণ করে। উপলব্দি নির্বাক-নীরাকার অন্তরে বা অন্ধকারে একনিষ্ট হলে [কনছেনট্রেসন/মেডিটেসন] জ্যোতি বা আলোর বিন্দুর সুচণা হয়। সুচণা না হওয়া পর্যন্ত মন স্থির হয় না; নামাজও হয় না। উহার অনুশীলণের মাধ্যমে বড় হতে থাকে, বড় হতে হতে নিজের দেহাকৃতিসম পুর্ণ নুর দেহ দর্শন হয়। উহাই নিজকে চেনা, উহাই আমিত্বকে চেনা, উহাই নো দাইছেল্ফ, উহাই নির্বাণ, উহাই গড, ঈশ্বর, ভগবান বা আল্লাহ। এহেন দর্শন প্রাপ্ত ব্যক্তিই নবী বা প্রেরনা প্রাপ্ত। এভাবেই ভরত, শীব, কৃষ্ন; বুদ্ধ,মুছা, ঈছা মোহাম্মদ নানকগণ নবী হয়েছিলেন। আয়াতটি দেখুন:
আল্লামাহু-----অমা আওহা। [নজম-৪-১০] অর্থ: ইহা তো ওহী [প্রেরনা] যা তার প্রতি প্রেরীত হয়; তাকে শিক্ষা দেয় শক্তি; প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে [শক্তি] নিজ আকৃতিতে প্রকাশ হয়েছিল; তখন সে ছিল দুরে; অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল অতি নিকটে,ব্যবধান ছিল ধনুকের দুই প্রান্তেরও নিকটে। তখন সে [শক্তি/আল্লাহ] ভক্তের প্রতি ভক্তি [প্রেরনা] দান করলেন। আরো দেখুন: নুর-৩৫]

মানুষের সংখ্যা যত জ্ঞানের ভাগও তত। তাই এই কঠিণ অনুশীলণ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, ফলে সমাজে অবক্ষয়-অরাজগতার সৃষ্টি হয় বলেই জীবিত ও মৃত ঐ নুরদেহ প্রাপ্তগণ সম্মিলিতভাবে জীবিতদের মধ্য থেকে ঐরূপ একজনকে নবী-রাছুল হিসাবে মনোনিত করেন যার ভক্ত হলে, সহজ কথায় তার চামচা হলেই অর্থাৎ তিনি ভক্তের উপর সন্তুষ্ট হলেই নুর দেহ প্রাপ্তির পথ সহজতর হয়; সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্টিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ মন্ত্রী-প্রেসিডেন্টের চামচাগিরি করে অজস্র ফায়দা লোটা যায়,সাত খুণ মাফও হয়। এজন্যই নবীদের ভক্ত হতে বলা হয়।

স্ব স্ব হৃদয়ের কেব্‌লা করে উপাসনা করার নির্দেশ কোরানে। স্থান ও ভাষাভেদে জাতিভেদ মাত্র; কিন্তু মনুষ্য জাতে কোন ধর্মভেদ নেই। স্ব স্ব অন্তরের উপাসনা করলে ধর্মভেদ আসেই বা কোত্থেকে! আর ধর্মান্তরীত হয়ে যা"চেই বা কোথায়!! কিন্তু এই সহজ-সরল বানীটি উপেক্ষা করে আদিকাল থেকে বিশ্বময় সাম্প্রদায়িক রক্তের হুলি খেলা চলছে! ইদানিং ধর্মান্তরিত করা হ"ছে ফেইথ্ ফ্রি'র মোড়কে। মোহাম্মদ ৭ শত মানুষ খুণ করেছে সুতরাং ঐ ধর্ম ভালো নয় তাই অমুক ডক্টর, ১৩ বৎসরের শিশু তার বাবা, মাকে মারে তাই ধর্ম ত্যাগ করে হনুমানের লেজ ছুয়ে, গর"র হাগু খেয়ে, লক্ষ খুণী মা-কালির খর্গের তলে শান্তির আশ্রয় দি"ছ, আশ্রয় নি"ছ হিটলার-বুসের বোমার পিছনে! ভদ্রলোকটি মনে হয় হিন্দুও নয় বরং পৌত্তলিক; আদম ব্যবসায়ীদের মত ধর্মান্তর ব্যবসা শুর" করেছেন। তিনি জানেন না যে, মুছা ইহুদি ছিলেন না, যিশু খৃষ্টান ছিলেন না, শিব-কৃষ্ন পৌত্তলিক ছিলেন না; মোহাম্মদ শিয়া, সুন্নী, হানাফি, শাফেঈ ছিলেন না; সুতরাং সকল নবীদের ভক্তগণ ই"ছায় অনি"ছায় ভন্ড ও প্রতারক; সুতরাং ধর্মান্তর ব্যবসায় যিনি নিয়োজিত তিনি উগ্রাতি উগ্র সাম্প্রদায়িক গুর"প্রতারক; প্রমান: যারা ঐ গুর"কে নবী ভেবে ধর্মান্তরীত হয়েছেন তারা কিছু পাননি বরং প্রতারিত হয়েছেন!

সর্ব জাতির মৌলবাদির কল্পিত স্বতন্ত আল্লাহ, গড, ভগবান বা ঈশ্বর ভ্রান্ত কল্পনা মাত্রই নয় বরং শিরক। সুতরাং মুল

ধর্ম বা গ্রন্থকে দায়ি করা সমিচিন নয়; আর সকল জাতির রচিত দু'নম্বরী গ্রন্থই বিভ্রান্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ি। দ্বিতীয়ত: যা পুর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জীবের উপলব্দি, বা অভিজ্ঞতা হুবহু ব্যক্ত করার জন্য ভাষা এখন পর্যন্ত যথা সর্বস্ব হয়নি হবেও না; তাই ভাষা-বাক্য নিয়ে তর্ক করা বর্বরতা। জ্ঞানের বাস্তব রূপই বিজ্ঞান। 'কোরান' সুত্র এবং 'বিজ্ঞান' প্রসুত যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; অর্থাৎ 'জানবো' জ্ঞান আর 'জানতেছি' ও 'জানলাম' বিজ্ঞান। সকল মুল ঐশী গ্রন্থই মহা বিজ্ঞান, মহা দর্শন; কিন্তু ভাষা বা অনুবাদ দর্শন নয়। আর মোল্লাদের অনুবাদ নিয়ে ইহাকে খাটো করে দেখা বা হেয় প্রমান করার চেষ্টা করা সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ। হাইড্রোজেন-অক্সিজেন মিশালে পানি হয়; ইহা চিরন্ন কিন্তু ঐ বাক্যটি যে কাগজে লেখা তা হাইড্রোজেন-অক্সিজেন নয়, চিরন্ণও নয়; এবং উহা নির্ভুল বা পাক-পবিত্রের প্রশ্ন অবান্ন।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা 'একব্রম্মা দ্বিতীয় নাস্তি' মর্মার্থ: 'নাই-আছে'; অর্থাৎ নিগেটিভ ও পজেটিভ; শ্বাস ও প্রশ্বাস বিবর্তিত হয় বলেই আমি ও আমার অস্তিত্ব রক্ষা হয়। ধারণা হয় প্রচলিত আস্তিক নাস্তিক উভয়ই বিপরিতমুখী কট্টর মৌলবাদী ; যতক্ষণ না নিগেটিভ-পজেটিভে সমন্বয় ঘটায়।

যাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটে গেছে তারা আল্লাহকে নিয়ে আমার মত অন্যের কথা-কর্ম ধার করে অহেতুক বিতর্কে জ্ঞানী-অজ্ঞানী প্রমানের জন্য সময় নষ্ট করে না।

হযরত কোপারনিকাস,হযরত গেলেলীয় বা হযরত আইনস্টাইন প্রভৃতি মহাপুর"ষদের স্বল্প সময়ের মহামুল্যবান গবেষণায় যদি গড নাই বলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন [সম্ভবত দেননি, দিতে পারেন না] আর সেই সিদ্ধান্তে যাদের বিশ্বাস বন্দি হয়ে আছে, তাদের সাথে ছাইদি, গোলম আজম, আমিনী বা আটরশী,শর্ষীণার পীরদের পার্থক্য থাকে বলে মনে হয় না। [আরো দেখুন ' ধর্ম দর্শন অধ্যায়।]

আমি ও আমার বা দেহ ও জীবনের স্বতন্ত পরিচয় ও কথোপকথনই অহি বা বুদ-বুদের মত প্রতুস্ফুটিত প্রেরনা বানী; উহা কল্পনা, অবাস্তব বা অবৈজ্ঞানীক নয়; যেমন অবৈজ্ঞানীক নয় টেলিফোন, টেপ রেকর্ডার,কম্পিউটার ইত্যাদি। প্রেরণাপ্রাপ্ত মুজিবুল হক বলেন, 'মানুষের এমন একদিন আসবে, যেদিন মরা-জেতা একই সঙ্গে মিলে-মিশে বসবাস করবে;' তখনই জীব বা মনুষ্য জন্মের প্রমানিক ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবে; যা বিজ্ঞানীদের (আউলিয়া) দ্বারাই সর্বজন বিদিত হবে; জন্ম-মৃত্যুও একই সঙ্গে চলবে। বিজ্ঞানিগণকে কোরানে সৃষ্টির শ্রেষ্ট বলে ঘোষনা করেছে। ওরাই সত্যের সাধক, সৎ পরিশ্রমী এবং আল্লাহর স্বার্থক প্রতিনিধি। [দ্র:বাইয়েনা-৭] ওদের নামাজ, সেবা দ্বারাই সৃষ্টি তুষ্ট হ"ছে, জ্ঞান প্রসারিত হ"ছে; কিন্তু ভোগী, প্রতারক রাজনীতিবিদ ও মোনাফেক,বর্বর মৌলবাদীদের অপব্যবহারে আবার ধ্বংসও হবে আবার উত্থানও হবে কিন্তু পৃথিবী, পৃথিবীই থাকবে; এটা কখনও নিশ্চিহ্ন হবে না,সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

গীতা, কোরান ও ডারউইনের জন্মান্তর বা বিবর্তনবাদে তিল পরিমাণ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না; বরং এক ও অভিন্ন। শরিয়তের মতে আল্লাহর অভিশাপে মানুষ যদি আচমকা বানর হতে পারে! [দ্র: বাকারা-৬৫ ,৬৬] তবে আল্লাহর কুদরতে হযরত ডারউনের গবেষণা মতে বানর থেকে ধীরে ধীরে মানুষ হওয়া অযৌক্তিকই বা কি! আর তাতে লজ্জা পাওয়ারই বা কি আছে! কোরান নিজেই ঘোষনা করে যে, "মানুষ কোন এক কালে আজকের মত উল্লেখযোগ্য কোন জীব ছিল না।" কি ছিল! তা মহা পুর"ষ হযরত ডারউইন সন্দেহাতীত ব্যাখ্যা করেছেন। সম্প্রতি আল্লাহর কুদরতে মানুষের পেটে ব্যাঙ জন্ম হয়েছে; পত্রিকার খবরটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

ইরানে এক মহিলার ব্যাঙ প্রসব

ঢাকা ডেস্ক: ২৯ জুন: ইরানে এক মহিলা ব্যাঙ প্রসব করেছেন। তেহরানের দৈনিক ইতিমাদ গত সোমবার একথা জানিয়েছে। পত্রিকাটি জানায়, দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ইরান শহরের দু'সন্তানের জননীর গর্ভে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েই ভূমিষ্ট হয়। ধারণা করা হ"ছে, ঐ মহিলা কোনও ডোবা, নর্দমা অথবা পুকুরের পানিতে গোসলের সময় কোনও ব্যাঙাচি তার জননান্দ্রে প্রবেশ করে থাকতে পারে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে ব্যাঙটির এখন জেনেটিক এবং এ্যানাটমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হ"ছে। [দ্র: বাংলা কাগজ; টরেন্টো, জুলাই ৬ , ০৪ ।]